পুলিশের হামলায় গুরুতর আহত শান্তা এখনো শয্যাশায়ী —প্রথম আলো

Tearful Shanta

পুলিশের বর্বর নির্যাতনে আহত শান্তার আকুতি, আমাকে বাঁচান

আশা নাজনীন

'কোহিনূর সাহেব (কোহিনূর মিয়া, উপ-পুলিশ কমিশনার, পশ্চিম, ঢাকা মহানগর) বললেন, পিটা ওরে পিটা, ওর হাত-পা পিটায়া ভাইঙ্গা ফ্যাল, আমি চিৎকার করে কাঁদছিলাম আর তাকে আমার ধর্মের বাবা বলে রেহাই পেতে চেয়েছিলাম। কেউ আমার কথা শোনেনি, প্রিজনভ্যানের ভেতর পুলিশ আমারে মারছিল, আর কোহিনূর সাহেব গুনছিলেন এক, দুই, তিন। এইভাবে প্রায় ৫০ বারের মতো লাঠির বাড়ি আমার কানে এসেছে, তারপর আমি আর কিছু মনে করতে পারি না, সবকিছু হলুদ-ঝাপসা হয়ে উঠছিল...' এসব বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন শান্তা।

গত ১২ মার্চ ১৪ দলের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচির সময় ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর সড়কে পুলিশের বর্বর নির্যাতনের শিকার শান্তা গতকাল প্রথম আলোর কাছে সে দিনের দুঃসহ স্মৃতি তুলে ধরেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে তার মোহাম্মদপুরের বাসায় গিয়ে দেখা যায়, ঘটনার ভয়াবহতায় ৩৩ বছর বয়সী গৃহবধূ শাহিন সুলতানা শান্তা ও তার পরিবার এখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সাবেক বিচারপতি শামসুল হুদার কন্যা শান্তা ন্যাশনাল ল কলেজ থেকে আইন বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার স্বামী আতিয়ার রহমান একজন আইনজীবী।

শান্তার দুই পায়ের গোড়ালি থেকে শুরু করে পিঠ, বুক, পেট, আর দুই হাতে অন্তত ২৫টি জায়গায় জমাট বাঁধা রক্তের দাগ। দুই হাঁটুর ওপরের অংশে বিরাট অংশজুড়ে নির্যাতনের স্পষ্ট ছাপ। ডান হাতের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে গতকাল সকাল পর্যন্ত ছিল ব্যান্ডেজ। ফোলা হাত নিয়ে শান্তা বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'বাংলা ভাই আর শায়খ আবদুর রহমানের মতো এত বড় জঙ্গিকেও পুলিশ এভাবে মারেনি, যেভাবে আমাকে মেরেছে। আমাকে সারা জীবনের জন্য কেন পঙ্গু করে দেওয়া হলো, কী দোষ আমার? আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নই, একজন সাধারণ পথচারী, আমার গর্ভের দুই মাস বয়সী বাচ্চার যদি কিছু হয় আমি কাউকে ক্ষমা করব না।'

পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ঘটনার সময় তার পায়ে কেড্‌স ছিল। তিনি আওয়ামী লীগের কর্মী এবং পুলিশের প্রতি ইট নিক্ষেপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শান্তা বলেন, 'আমি ডায়াবেটিসের রোগী, ডাক্তারের পরামর্শনুযায়ী প্রতিদিন ৫ কিলোমিটার হাঁটতে হয়। রোজ বাচ্চাকে স্কুলে আনা-নেওয়ার সময় আমি এ কাজটা করি।'

ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার এস এম মিজানুর রহমান গতকাল প্রথম আলোকে জানান, শান্তা ঢাকার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক। কিন্তু শান্তা তা অস্বীকার করে বলেন, তিনি কোনো দল করেন না।

শান্তা বলেন, 'পুলিশ সে দিন প্রিজনভ্যান থেকে নামিয়ে টেনেহিঁচড়ে আমাকে কোথায় যেন নিয়ে যায় এবং একটা সাদা কাগজে নাম-ঠিকানা, স্বামীর নাম আরো যেন কী কী লিখেয়ে সাইন নিয়েছিল। অমানুষিক নির্যাতন থেকে নিজেকে বাঁচাতে আমি তখন সব করেছি, ওরা যা যা করতে বলেছে...' তিনি কান্নায় ভেঙে পড়ে ফের বলেন, 'লাথি মেরে আমাকে যখন রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়, তখন হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর আসার পর একটি লুঙ্গিপরা কিশোর আমাকে রিকশায় করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়। বাড়ি পৌঁছে আমি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তার ভয়ে আমাকে হাসপাতালে নেওয়ার সাহস পর্যন্ত পায়নি।'

তার স্বামী মামলার কাজে ঢাকার বাইরে ছিলেন। রাত ১০টায় তিনি ফিরে এসে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

ধানমন্ডি বয়েজ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র মেহরাব আফ্রিদি মোমিন মায়ের শরীরে নির্যাতনের এমন চিত্র দেখে বলে, 'মা, আমাকে ১০টা টাকা রিকশা ভাড়া দাও, আমি গিয়া ওই পুলিশেরে মারব।' ফল কাটার ছুরি হাতে নিয়ে ১০ বছর বয়সী ছেলে বারবার অস্থির হয়ে উঠছিল।

আহত শান্তার একটাই আকুতি, 'আমাকে বাঁচান, কোনদিন যেন পুলিশ বাসায় এসে আমাকে হত্যা করে বলবে, পালানোর সময় ক্রসফায়ারে পড়েছে।'

http://www.prothom-alo.net/v1/2006-03-17/17h2.html